গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০৬০.০০.০২০.১৫.৩৩

তারিখঃ ১০ ফাল্গুন, ১৪২২ বঃ / ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের একটি সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ এর আওতায় আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গতানুগতিক কার্যক্রমের গন্ডি পেরিয়ে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে মৃত প্রবাসী কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান/ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন দ্রুততার সাথে প্রদান করা হয়। আর্থিক অনুদান/ ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া বেতন এর জন্য আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করতে হতো। বর্তমানে একবার দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে সকল প্রকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদান বিতরণের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ ছিল না। বর্তমানে আর্থিক অনুদান ০২(দুই) মাসের মধ্যে বিতরণের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে আর্থিক অনুদান প্রদানে প্রক্রিয়াগত সময় ও অর্থ সাশ্রয়সহ সেবা সহজীকরণ হয়েছে।

০২। উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ তথ্যাদি এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামোতাবেক ০১(এক) পাতা।

২২/০২/১৬

(মোঃ ফারুকুজ্জামান)
উপসচিব
(সংসদ ও সমন্বয়)
ফোনঃ ৯৩৪৯২৫৩
dsbudget@probashi.gov.bd

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কক্ষ নম্বর ৮০২ (অষ্টম তলা)
পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৩। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৬। অফিস কপি।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	পূর্বের সে বা প্রদান পদ্ধতি	সহজীকরণের পর বর্তমান সেবা প্রদান পদ্ধতি
১।	আর্থিক অনুদান/ক্ষতিপূরণ / বকেয়া বেতন প্রদান	১। আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য পূর্বে মৃতের পরিবারকে আবেদন করতে হতো।	১। বর্তমানে আবেদন করার প্রয়োজন হয় না।
		২। আর্থিক অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া মৃতের পরিবারের আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে শুরু হতো বিধায় দীর্ঘসূত্রিতাসহ নানা জটিলতার সৃষ্টি হতো।	২। মৃতদেহ দেশে আসার ১৫ দিনের মধ্যেই মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের জন্য চাহিদাপত্র জারি করা হয়।
		৩। প্রবাসী কর্মীর পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারিত না থাকায় আর্থিক অনুদান/ বকেয়া বেতন/ ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণের লক্ষ্যে পূর্বে ফারায়েজ নামা প্রয়োজন হতো।	৩। পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারন করা হয়েছে বিধায় আলাদা ফারায়েজ নামার কোন প্রয়োজন হয় না
		৪। নাবালকের ক্ষেত্রে পারিবারিক আদালত কর্তৃক নাবালক সনদ প্রয়োজন হতো। এতে করে বছরের বছর এই সনদের জন্য অপেক্ষা করতে হতো এবং মামলা পরিচালনার নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো।	৪। বর্তমানে নাবালকের পক্ষে ইউপি চেয়ারম্যান/ পৌরসভার মেয়র/ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিল কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্র ও অঙ্গিকার নামা গ্রহণ করে নাবালকের প্রাপ্য অর্থ এফডিআর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বিধায় পারিবারিক আদালত কর্তৃক নাবালক সনদের প্রয়োজন হয় না।
		৫। পূর্বে দায়মুক্তি সনদ, ক্ষমতাপত্র ও অঙ্গীকারনামা এর কোন সুনির্দিষ্ট নমুনা ছিল না। এতে করে মৃতের পরিবার কর্তৃক এ সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করতে জটিলতার সৃষ্টি হতো।	৫। বর্তমানে দায়মুক্তি সনদ, ক্ষমতাপত্র অঙ্গীকারনামা তৈরীর জন্য বোর্ড কর্তৃক একটি মাত্র ফরম নির্দিষ্ট নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এতে করে খুব সহজেই এ কাগজ প্রস্তুত করা যায়।
		৬। দায়মুক্তি সনদ, ক্ষমতাপত্র ও অঙ্গীকারনামা নোটারী পাবলিক কর্তৃক নোটারাইজড করার বিধান ছিল। এতে করে হয়রানি এবং অর্থের অপচয় হতো।	৬। বর্তমানে দায়মুক্তি সনদ, ক্ষমতাপত্র ও অঙ্গীকারনামা ইউপি চেয়ারম্যান/ পৌরসভার মেয়র/ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিল কর্তৃক স্বাক্ষতির এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হয় বিধায় নোটারী পাবলিক কর্তৃক নোটারাইজড করতে হয় না। এতে হয়রানি ও অর্থের অপচয় হ্রাস পেয়েছে।
		৭। আর্থিক অনুদান বিতরণের ক্ষেত্রে কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না।	৭। বর্তমানে আর্থিক অনুদান ২ মাসের মধ্যে বিতরণের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
		৮। আর্থিক অনুদান/ ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া বেতন প্রদান এর অর্থ বিতরণের জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদাভাবে উপরিবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হতো।	৮। বর্তমানে একবার দাখিলকৃত কাগজপত্রের ভিত্তিতে সকল প্রকার অর্থ বিতরণ করা হয়। ফলে বার বার একই কাগজপত্র নতুন করে তৈরীপূর্বক দাখিল করতে হয় না। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।